বাংলাদেশের

সরকার ব্যবস্থা

Government system of Bangladesh

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের স্তম্ভ

৪টি

যথা: জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

সরকারের বিভাগ

৩টি

যথা: **আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ**

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

সরকারের বিভাগ

আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে

শাসন বিভাগ- তা কার্যকর করে

বিচার বিভাগ তা প্রয়োগ করে

আইনসভা

আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান

আইনসভা

বাংলাদেশের আইনসভার নাম-

জাতীয় সংসদ

(House of the Nation)

আইনসভা

বাংলাদেশের আইনসভা

এক কক্ষবিশিষ্ট

জাতীয় সংসদের সভাপতি

স্পিকার

জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন

রাষ্ট্রপতি

আইনসভা

যেকোনো দেশের সংবিধান রচনা করে

আইনসভা

জাতীয় ফোরাম

আইনসভা

যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রের যে বিভাগের অনুমোদনের প্রয়োজন

আইনসভার

আইনসভা

সংসদে 'Casting Vote' বলা হয়

স্পিকারের ভোটকে

সংসদে **কোরামের** জন্য প্রয়োজন **৬০ জন** সংসদ সদস্যের **উপস্থিতি**

সংসদে দুই অধিবেশনের মধ্যকার **সর্বোচ্চ বিরতির সময় ৬০ দিন**

একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদের বাইরে থাকতে পারে-

৯০ দিন

আইনসভা

বর্তমান সংসদ

Eleventh সংসদ

Eleventh সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে

June 11, 2020

আইনসভা

বর্তমানে জাতীয় সংসদের

স্পিকার
ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

ডেপুটি স্পিকার
মোঃ ফজলে রাব্বি মিয়া

সরকার দলীয় চিফ হুইপ
নূর-ই-আলম চৌধুরী

বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ
মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা

সংসদে উপনেতা
সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী

আইনসভা

জাতীয় সংসদের ১ নং আসন পঞ্চগড় জেলায়

৩00 নং আসন- পার্বত্য বান্দরবান

মাত্র ১টি করে সংসদীয় আসন রয়েছে-

রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়

আইনসভা

ট্রেজারি বেঞ্চ বা ফ্রন্ট বেঞ্চ হলো-

সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলো

শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর **পরামর্শ ব্যতীত** সম্পাদন করতে পারেন —

প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগে, অন্যসব কাজে তাঁকে গ্রহণ করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা— ১০ম প্রধানমন্ত্রী,

বর্তমান রাষ্ট্রপতি

মোঃ আবদুল হামিদ- ২১তম রাষ্ট্রপতি

শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন —
প্রতিবছরের **প্রথম অধিবেশনের সূচনায়**

আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বলা হয়—
বিল

রাষ্ট্রপতি সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না —
অর্থ বিল

সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যের বাইরে থেকে **টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী** নিয়োগ দেয়া যায় **১০%**

শাসন বিভাগ

প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে **যেসব সংস্থার প্রধান** —

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি,
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ,
জাতীয় প্রশাসন পুনর্গঠন সংস্কার কমিটি,
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ,
বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড,
জাতীয় পরিবেশ কমিটি,
জাতীয় পর্যটন পরিষদ প্রভৃতি

শাসন বিভাগ

মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী -

প্রধানমন্ত্রী,

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান -

সচিব

মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকে—

জাতীয় সংসদের নিকট

আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত **আইন কার্যকর করে শাসন বিভাগ**

শাসন বিভাগ

বাংলাদেশ শাসন বিভাগের প্রকৃত শাসক (Real Executive) হলো—

প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ শাসন বিভাগের নাম মাত্র শাসক (Nominal Executive) হলো-

রাষ্ট্রপতি

সরকারি সকল **কার্যক্রম** পরিচালিত হয় **রাষ্ট্রপতির নামে**

জরুরি অবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারি করে **রাষ্ট্রপতি**

কর ধার্য, কর আরোপ, অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুর করার দায়িত্ব **শাসন বিভাগের**

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ হলো সে বিভাগ, যা আইনের ব্যাখ্যা করে এবং আইনের প্রয়োগ করে

বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান —
সুপ্রিম কোর্ট;

সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে

বিচার বিভাগ

কোর্ট অব রেকর্ড বলা হয়-

সুপ্রিম কোর্টকে

সংবিধানে ৯৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন -

রাষ্ট্রপতি

সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতিগণ স্বীয় পদে বহাল থাকবেন-

৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত

কোন কারণে প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন—

আপীল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক (৯৭ অনুচ্ছেদ)

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের **প্রথম প্রধান বিচারপতি বিচারপতি এ এস এম সায়েম** (Abu Sadat Mohammad Sayem)

বাংলাদেশের **বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন** (২২তম প্রধান বিচারপতি)

হাইকোর্ট বিভাগের **রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল** শুনানীর ও নিষ্পত্তির এখতিয়ার থাকবে-
আপীল বিভাগের

বিচার বিভাগ

নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ দেন-
রাষ্ট্রপতি (১১৫ অনুচ্ছেদ)

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক-~~
বিচার বিভাগ;

সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে~~~
সুপ্রীম কোর্ট

বিচার বিভাগ

নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ **৫ ধরনের রীট প্রয়োগ করে**

ক. **হেবিয়াস কর্পাস** (Habeas Corpus);

খ. **ম্যানডামাস** (Mandamus);

গ, **নিষেধাজ্ঞা** (Prohibition);

ঘ, **সার্শিওরারি** (Certiorari) এবং

ঙ. **কোয়াওয়ারেন্টো** (Quowarranto)

বিচার বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ থেকে **বিচার বিভাগ আলাদা** করার বিধান বর্ণিত হয়েছে -
সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে

বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয় -
১ নভেম্বর, ২০০৭;

যে **মামলার** প্রেক্ষিতে বিচা বিভাগ পৃথক হয়-
মাসদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ

যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে সরকার ট্রাইবুনাল গঠন করে-
(আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৬ নং সেকশনের ক্ষমতা বলে

আইন প্রণয়ন

আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়াকে—

বিল বলে

বিল দুই প্রকার

সরকারি বিল ও বেসরকারি বিল

সরকারি বিল উত্থাপন করে —

মন্ত্রীগণ;

বেসরকারি বিল উত্থাপন করে —

জাতীয় সংসদ সদস্যগণ

আইন প্রণয়ন

সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয়—
৭ দিনের;

বেসরকারি বিল উত্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয়—
১৫ দিনের

উত্থাপিত বিলের পাঠ শেষে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে তা **প্রেরণ করা হয় স্থায়ী কমিটির নিকট**

বিলের দ্বিতীয় পাঠে বিভিন্ন ধারা ও উপধারা—
আলোচনা ও সংশোধন করা হয়

আইন প্রণয়ন

বিলের **তৃতীয় পাঠের সময়** সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদে গৃহীত হলে প্রেরণ করা হয় **রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য**

রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত বিলে সম্মতি দেন —
১৫ দিনের মধ্যে

রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি না দিলে তিনি বিলটি **পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য সংসদে প্রেরণ করবেন**

আইন প্রণয়ন

সংসদ সংশোধিত বিলটি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠালে তিনি ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন নতুবা ৭ দিন পর বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

সংসদে কোনো বিলই পাস হয় না রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত।

বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণীত হয়- ১৯৭৪ সালে

আইন প্রণয়ন

‘পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ’ আইন প্রণীত হয়—
২০০২ সালে

বাংলাদেশের বর্তমান আইনে এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান-
মৃত্যুদণ্ড

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় ২০০৯ সালে,

এর লক্ষ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা —
এটর্নি জেনারেল

এটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি,

এটর্নি জেনারেলের মেয়াদ —
রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী

বর্তমান এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭

নীতি নির্ধারণ

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থা **জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী, বিকল্প চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী**

জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা **৫০টি**; মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি- **৩৯টি** এবং বিষয় বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক- **১১টি**

নীতি নির্ধারণ

দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ — **জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ**

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি **নিকার**

বিভাগ, জেলা, উপজেলা থানা ও পৌরসভা ইত্যাদি প্রভৃতি **গঠন ও পুনর্বিন্যাস অনুমোদন** করে;

নিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে

নীতি নির্ধারণ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান —
রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশের সরকার প্রধান —
প্রধানমন্ত্রী

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন —
মন্ত্রিগণ

বাংলাদেশ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু - সচিবালয়

সরাসরি যার নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় বা মাঠ প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয়— সচিবালয়ের

স্থানীয় প্রশাসনের স্তর

স্তরের নাম	প্রশাসনিক প্রধান
বিভাগ	বিভাগীয় কমিশনার
জেলা	ডেপুটি কমিশনার (ডিসি)
উপজেলা	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বিভাগের সংখ্যা-
৮টি।

সর্বশেষ বিভাগ ময়মনসিংহ (২০১৫)—
৪টি জেলা নিয়ে গঠিত হয়

বাংলাদেশের আয়তনে **বড় বিভাগ চট্টগ্রাম** এবং **সবচেয়ে ছোট বিভাগ ময়মনসিংহ**

বাংলাদেশের সবচেয়ে **বড় জেলা-রাঙ্গামাটি** এবং **ছোট জেলা-নারায়ণগঞ্জ** (আদমশুমারি-২০১১)

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

সবচেয়ে বেশি জেলা- ঢাকা বিভাগে (১৩টি)
কম-সিলেট (৪টি) ও ময়মনসিংহ বিভাগে (৪টি)

বাংলাদেশের সর্বশেষ উপজেলা শায়েস্তাগঞ্জ (৪৯২তম) হবিগঞ্জ

সর্বশেষ পৌরসভা-সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভা (৩৩০ তম)

বাংলাদেশের প্রথম 'সাইবার সিটি'- সিলেটে

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার প্রধানত দুস্তর বিশিষ্ট:

গ্রামাঞ্চল বিভক্ত তিন স্তরে

জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ

সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ, সর্বোচ্চ- জেলা পরিষদ

শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার বিভক্ত দুস্তরে

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক মর্যাদা-- **যুগ্ম সচিব**

বর্তমান সরকারে মন্ত্রিসভার সদস্য—
(25 Cabinet Ministers, 7 Advisers, 18 State Ministers and 3 Deputy Ministers)

পুলিশ একাডেমি **সারদা,**
রাজশাহী মিলিটারি একাডেমি- **চট্টগ্রামে**

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে সংসদীয় আসন—
১৫টি (ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি আসন)

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বর্তমান মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য—

৪ জন

সর্বশেষ (১২তম) সিটি কর্পোরেশন-

ময়মনসিংহ

ঢাকার নাম Dacca থেকে Dhaka করা হয়—

১৯৮২ সালে

বাংলাদেশে **মহিলা পুলিশ** চালু হয়- **১৯৭৬ সালে**

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ পুলিশের সদর দপ্তর ঢাকার

(The Police Headquarters located at 6 Phoenix Road, Dhaka is considered as the central-command unit as well as nerve center of Bangladesh Police.)

৫৪ ধারা —

বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করার ক্ষমতা

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

১৪৪ ধারা হল বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর একটি ধারা।

এই আইনের ক্ষমতাবলে কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোন এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সভা-সমাবেশ করা, আগ্নেয়াস্ত্র বহনসহ যেকোন কাজ নিষিদ্ধ করতে পারেন।

জরুরী অবস্থা বা সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনের প্রয়োগ করা হয়।

১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের পর শুধু মহানগরী এলাকার জন্য এই বিধান রহিত করে নতুন বিধান চালু করা হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের ইতিহাসে **উচ্চতর আদালতের প্রথম মহিলা বিচারপতি** নাজমুন আরা সুলতানা

বর্ডার গার্ডস অব বাংলাদেশ এর **সদর দপ্তর ঢাকা**

আনসার ভিডিপির **সদর দপ্তর ঢাকার খিলগাঁও**, ট্রেনিং একাডেমি- **শফিপুর, গাজীপুর**

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর- ঢাকায়

বাংলাদেশ **সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার** — ২৬ টি

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য—
১৩ জন (one chairman and 12 members)

উপজেলা পরিষদ চালু হয় —
১৯৮৫ সালে

উপজেলা বাতিল হয় —
২৬ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে

পরবর্তীতে ৬ এপ্রিল, ২০০৯ উপজেলা পরিষদ পুনঃপ্রচলন করা হয়

জেলা পরিষদ গঠিত **জেলা পরিষদ আইন-২০০০** (সর্বশেষ সংশোধন-২০১৬) দ্বারা

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

এর সদস্য সংখ্যা ২১ জন;

চেয়ারম্যান - ১ জন, সদস্য ১৫ জন ও সংরক্ষিত সদস্য- ৫ জন

সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী এ নির্বাচন হবে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে, সরাসরি জনগণের ভোটে নয়

বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা - ১৯টি

বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা - যশোর

ধন্যবাদ